দৈনিক বাংলা

তারিখ 28 JAN 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

২৩

বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের লাইব্রেরী

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ লাইব্রেরীর দীনদশার এক দুঃখজনক চিত্র তুলে ধরেছেন জনৈক পত্রলেখক। গতকাল প্রকাশিত দৈনিক বাংলার 'জনমত' কলামে পত্রলেখক জানিয়েছেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের লাইব্রেরীতে পর্যাপ্ত দূরে থাক—প্রয়োজনীয় সংখ্যক বইও নেই। বিশেষ করে বাংলা মাধ্যমের বইয়ের খুবই অভাব। সেখানে দারুণ স্থানাভাব। লেখাপড়ার পরিবেশও নেই।

উচ্চশিক্ষা বহুলাংশেই লাইব্রেরীনির্ভর। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলি পাঠশালা নয় যে একটি-দুটি পাঠ্যবইয়ের ওপর ভরসা করে পড়াশোনা করা যাবে। বিশেষ করে যেখানে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স পড়ানো হচ্ছে সেখানে তো প্রচুর সংখ্যক সহায়ক গ্রন্থ রাখা দরকার। তা না হলে অনার্স বা মাস্টার্স কোর্সের পড়াশোনাই সম্পূর্ণ হতে পারে না। উচ্চপর্যায়ের ছাত্রছাত্রীরা যদি অনার্স বা মাস্টার্স ডিগ্রীর যোগ্য হতে চায় তাহলে নির্দিষ্ট পাঠসূচী বা নির্দিষ্ট বইয়ের বাইরেও অন্য বইপত্র, জার্নাল পড়তে হয়। এবং ভার্সিটির লাইব্রেরীগুলিকে সে বিবেচনা অনুযায়ীই সমৃদ্ধ করে তোলা হয়।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরীই যদি এমন অসম্পূর্ণ হয় তাহলে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলির দশা অনুমান করতে কোন কষ্ট হয় না।

পত্রলেখক আফসোস করে বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে প্রচুর বই আছে— অথচ তাদের বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে তা নেই। ছাত্ররা পড়াশোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে তুলনামূলকভাবে বেশী বই আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাও বিশেষ সমৃদ্ধ নয়।

উচ্চশিক্ষাকে অর্থবহ করে তোলার স্বার্থেই বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলির লাইব্রেরীতে আরও বই সংগ্রহ এবং সেখানে লেখাপড়ার সুযোগ সম্প্রসারণের সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ নেয়া দরকার। ছাত্রছাত্রীদের শুধু সার্টিফিকেট দিলেই চলবে না—তাদের জ্ঞানের পরিধিও বাড়ানো দরকার।

SHEET —— OF —— SHEETS